সত্য-সঠিক পথের দিশারী

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا.

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথই দেখায় যা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়। তা উত্তম কাজ সম্পাদনকারী ঈমানদারদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৯)

বিস্ময়কর এ কুরআন

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا. يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا.

"আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। তা সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করে। আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না।" (সূরা জিন : ১-২)

পথভ্রষ্ট না হওয়ার উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وَاِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابَ اللّٰهِ.

"আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকো তবে কখনো বিপথগামী হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

আল-কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اِنَّ رَحَى الْاِسْلاَمِ دَائِرَةٌ. فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ. اَلاَ وَاِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ. فَلاَ تُفَارِقُ الْكِتَابَ. اَلاَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقُوْضُوْنَ لَكُمْ. فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ. قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ. نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ. مَوْتٌ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. (المعجم الصغير للطبرانى)

"মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শোনো! ইসলামের চাকা (কুরআন) সদা চলমান। অতএব কুরআন যে বৃত্তে প্রদক্ষিণ করে তোমরাও সে বৃত্তে প্রদক্ষিণ করো। সাবধান! কুরআন ও শাসক অবশ্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! অচিরেই এমন সব শাসক ক্ষমতাশীন হবে যারা তোমাদের জন্য আদেশ জারী করবে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তবে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্য হও তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে।

মুআয (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কী করবো? তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ যা করেছেন! তাদেরকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মৃত্যুবরণ মহামহিম আল্লাহ্‌র অবাধ্যচারী হয়ে বেঁচে থাকার তুলনায় অধিক উত্তম, অধিক কল্যাণকর" (আল-মু'জামুস সাগীর)।

প্রকাশকের আরজ

সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রভু, পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের চলার পথের সহায়ক পথ-নির্দেশিকা হিসেবে দান করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন আমাদের মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আমরা দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সঠিক অনুসারীদের প্রতি।

কুরআন আল্লাহ্ তাআলার বাণী। বিশেষজ্ঞ আলেমের সহায়তা ছাড়া আল-কুরআনের তরজমা পড়ে এর মর্ম ও তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যে বাণী পাঠিয়েছেন তরজমা পড়ে সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসি, আল্লাহ্র মনোনীত দীনের উপর সঠিকভাবে চলতে হলে আমাদের জন্য এটা অতীব জরুরী যে, অন্তত অনুবাদ গ্রন্থের সহায়তায় আমরা আল্লাহ্ তাআলার বাণী কুরআন মাজীদ বুঝতে ব্রতী হই। কারণ এ মহা কিতাব তিনি পাঠিয়েছেন মানুষের হিদায়াতের জন্য।

আমরা চাই কুরআন মাজীদ বুঝার জন্য আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠুক। অনুবাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এক সময় আমাদের পাঠকের মনে আরবী ভাষা শিখে এর মূল মর্ম অনুধাবনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ পবিত্র কিতাব আমরা যতো বেশী পড়বো, বুঝবো ও চর্চা করবো দীন ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ততোই স্বচ্ছ হবে, হিদায়াতের আলোকবর্তিকার সন্ধান আমরা পাবো এবং আল্লাহ্র কাঙ্ক্ষিত পথে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে ইনশাআল্লাহ্। এই অনুবাদ পাঠ করে বাংলাভাষী অমুসলিম পাঠকবৃন্দও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ভুল ক্ষমা করুন এবং এই প্রচেষ্টাকে মানবজাতি, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্র হেদায়াতের জন্য কবুল করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

সূচিপত্র

ক্রমিক	সূরার নাম	পৃষ্ঠা
০ বিস্ময়কর এ কুরআন		৯
০ আলামাতুল ওয়াক্‌ফ (যতিচিহ্ন)		২০
১.	আল-ফাতিহা	২১
২.	আল-বাকারা	২৩
৩.	আল ইমরান	৮৯
৪.	আন-নিসা	১২৭
৫.	আল-মাইদা	১৬৭
৬.	আল-আন'আম	১৯৭
৭.	আল আ'রাফ	২২৮
৮.	আল-আনফাল	২৬৫
৯.	আত-তাওবা	২৮০
১০.	ইউনুস	৩০৯
১১.	হূদ	৩২৮
১২	ইউসুফ	৩৪৯
১৩.	আর-রা'দ	৩৬৯
১৪.	ইব্‌রাহীম	৩৭৯
১৫.	আল-হিজ্‌র	৩৮৯
১৬.	আন-নাহ্‌ল	৩৯৯
১৭.	বনী ইস্‌রাঈল	৪১৯
১৮.	আল-কাহ্‌ফ	৪৩৬
১৯.	মারইয়াম	৪৫৫
২০.	তহা	৪৬৭
২১.	আল-আম্বিয়া	৪৮৩
২২.	আল-হজ্জ	৪৯৮
২৩.	আল-মু'মিনূন	৫১২
২৪.	আন-নূর	৫২৫
২৫.	আল-ফুরকান	৫৪০
২৬.	আশ-শু'আরা	৫৫০
২৭.	আন-নাম্‌ল	৫৬৯
২৮.	আল-কাছাছ	৫৮৩
২৯.	আল-'আনকাবূত	৫৯৮
৩০.	আর-রূম	৬১০
৩১.	লুকমান	৬২০
৩২.	আস-সাজ্‌দা	৬২৭
৩৩.	আল-আহ্‌যাব	৬৩২
৩৪.	সাবা	৬৪৮
৩৫.	আল-ফাতির	৬৫৮
৩৬.	ইয়াসীন	৬৬৬

বিস্ময়কর এ কুরআন

সকল প্রশংসা নিরংকুশভাবে নিঃশর্তভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানুষকে এই পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন এবং তাদের সত্য-সঠিক পথ বলে দেয়ার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়ে এবং তাদের সাথে কিতাব দান করে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

অযুত-লক্ষ দরূদ ও সালাম সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুল আম্বিয়া, রহমাতুল্লিল আলামীন শাফীউল মুজনিবীন, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি, তাঁর আহ্‌লে বায়েত-এর প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উপর।

আল্লাহ তায়ালা অনিঃশেষ রহমত ও করুণা বর্ষণ করুন সেই মহান তাফসীরকারদের প্রতি, যাঁরা যুগে যুগে তাঁদের মনীষা ও মননের মাধ্যমে কুরআন মজীদকে সহজবোধ্য করে মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রাণান্তকর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টা আজো অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআন এক বিস্ময়কর কিতাব এবং এর ধারক ও বাহক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদও (স) এক বিস্ময়কর মহামানব। তাঁর জন্মের পর আরবরা যদি জানতে পারতো যে, তিনিই হবেন বিশ্বনবী, কিয়ামত পর্যন্ত জিন ও ইনসানের পথপ্রদর্শক মহান নেতা, তাহলে তারা লাত, মানাত, উজ্জা ও হুবল-এর পূজা ত্যাগ করে এই শিশুটিকেই পূজনীয় বানাতো। তিনি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যে, প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, তাঁর চর্চা হচ্ছে। তিনি এমন এক কিতাবের বাহক যে, সেটি নিয়েও অহরাত অধ্যয়ন ও গবেষণা চলছে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সমাজে।

এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার মতে, মুদ্রণের সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাইবেল সবার উপরে, কিন্তু পাঠকসংখ্যার বিবেচনায় আল-কুরআন সর্বোচ্চে।

এ কেমন প্রভাবশালী কিতাব! এই কিতাবের চর্চা চৌদ্দ শত বছর ধরে আরবী ভাষাকে মানুষের বোধগম্যের স্তরে ধরে রেখেছে। অথচ কতো ভাষা এই দীর্ঘ কালপরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। অবোধগম্য ও অব্যবহার্য হয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। দেড় হাজার বছর আগের আরবী আজো সহজে বোধগম্য। অথচ এ ভাষা আরব উপদ্বীপ পেরিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিরাট অঞ্চলব্যাপী আরব মাতার ভাষা।

কুরআনের ধারক ও বাহক মুহাম্মাদ (স)

যাঁকে এ কিতাব দেয়া হয়েছিল তিনিই বা শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবনে, চল্লিশে পৌঁছার আগে কেমন মানুষ ছিলেন? কেমন ছিলো তাঁর সামাজিক অবস্থা এবং কি ছিলো তাদের ধর্মবিশ্বাস। ধর্মীয় বিশ্বাসে সেই যুগ (এবং আজো) যে মূর্খতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও পথভ্রষ্টতায় আচ্ছন্ন ছিলো আরব সমাজও তাতে নিমজ্জিত ছিলো। তারা নিজ হাতে গড়া পাথরের মূর্তি লাত, মানাত, উজ্জা ও হুবলের পূজা করতো। এগুলোর সামনে বিচিত্র উপাদেয় ভোগসামগ্রী নিবেদন করতো। কিন্তু এহেন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বসবাস করেও তিনি কখনো এসব দেব-দেবীর সামনে আনত হননি, প্রসাদ ভক্ষণ করেননি, এমনকি পূজা উপলক্ষে ভোজের আয়োজনেও অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর দিল সদা-সর্বদা শেরেক ও সৃষ্টিপূজাকে ঘৃণা করতো।

শিশুকালেই, বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তিনি পিতাকে হারান, একান্ত অল্প বয়সে মাকে হারান, দাদাকে হারান। একে একে তাঁর মাথার উপর থেকে স্নেহছায়া সরে যেতে থাকে। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এক

১. সূরা আল-ফাতিহা (৫)

١- سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

আয়াত : ৭, রুকূ' : ১, মক্কী

اٰيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। ইতিপূর্বে সূরা আলাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের রব।

٢- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾

২. যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।

٣- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿٣﴾

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

٤- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿٤﴾

৪. আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।

٥- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾

৫. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

৬. তাদের পথ– যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

٧- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٦﴾

৭. (তাদের পথে নয়) যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট। (আমীন)

টীকা : (১) ৬ষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতের বিকল্প অর্থ : "তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়"।

সূরা ফাতিহার ফযীলাত : কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এই সূরার নাম রেখেছেন "আস-সাবউল মাছানী– বারবার পঠিত সপ্তক" (সূরা আল-হিজর : ৮৭)। রাসূলুল্লাহ (স) এর নাম রেখেছেন 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী)। সূরাটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, সব নামাযের প্রতি রাকআতে সূরাটি পড়তে হয়। এ বিষয়ে উম্মতের ফকীহগণ একমত। তবে জামায়াতে ইমামের সাথে আদায়কৃত নামাযে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে মতভেদ আছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি" (বুখারী সালাত, বাব ৯৫, নং ৭৫৬; মুসলিম, সালাত, বাব ১১, নং ৩৯৪/৩৪; তিরমিযী, সালাত, বাব ৬৯, নং ২৪৭)। "কোনো ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়েনি, তা ত্রুটিপূর্ণ (তিনি বাক্যটি তিনবার বলেছেন), অসম্পূর্ণ" (মুসলিম, সালাত, বাব ১১, নং ৩৯৫/৩৮; আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদ আহমাদ)।

(২) হানাফী মাযহাবমতে নামাযের প্রতি রাক্আতের শুরুতে সূরাটি তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। ইমামের সাথে নামায পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়বে না। শাফিঈ মাযহাবমতে ইমামের সাথে নামায পড়লেও মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পড়া ফরয।

মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবমতে ইমামের কিরাআত পাঠ শোনা গেলে মুক্তাদীগণ ফাতিহা পড়বে না, অন্যথায় পড়বে। প্রত্যেক মাযহাবের মতের অনুকূলে কুরআন-হাদীসের প্রামাণ্য দলীল আছে। এসব দলীল পর্যালোচনা করে মাযহাবের ইমামগণ নিজ নিজ মত প্রদান করেছেন। চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমন নিষ্ফলও।

ইমামের পিছনে ফাতিহার পর মুক্তাদীগণ অন্য কোনো সূরা পড়বে না, এ বিষয়েও ফকীহগণ একমত। সাহাবায়ে কিরামের কতক ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েছেন এবং কতক পড়েননি, এটাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অতএব মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়া বা বর্জন করা উভয় আমলের অনুকূলে সহীহ হাদীস বিদ্যমান আছে।

হানাফী মাযহাবমতে, মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে সূরা ফাতিহা পড়বে না। যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়া হয় তাতে মুক্তাদীগণ যে ফাতিহা পড়বে না তা কুরআন থেকেই প্রমাণিত। "যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো" (সূরা আ'রাফ : ২০৪)। আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, "আমি যখন কুরআন পড়ি আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন (শুনুন)" (সূরা কিয়ামাহ : ১৮)।

অতএব আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক কুরআন পাঠকালে তা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, পড়তে হবে না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে (দেখুন মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, বাব ১০, নং ৪৪; তিরমিযী, সালাত, বাব ১১৬, নং ৩১২; নাসাঈ, ইফতিতাহ, বাব ২৮, নং ৯২০; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব ১৩, নং ৮৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলো এবং সে যখন কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো" (ইবনে মাজা, সালাত, বাব ১৩, নং ৮৪৬)।

"ইমাম যখন কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকো" (ইবনে মাজা, নং ৯২২)।

একদল আলেম মুক্তাদীদের জন্যও সূরা ফাতিহা পড়া ফরয বলেছেন, অন্যথায় নামাযই হবে না। কোনো ব্যক্তি যদি ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায় তবে তার ঐ রাক্আতটি ধর্তব্য হবে, যদিও সে ফাতিহা পড়ার সুযোগ পায়নি। এ ব্যাপারেও ফাতিহা পড়া ফরয সাব্যস্তকারীগণ ও অন্যান্য ফকীহগণ একমত। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পড়া ফরয তো নয়ই, জরুরীও নয়। কারণ নামাযের কোনো ফরয বাদ পড়লে পুরো নামাযই বাতিল হয়ে যায়। ফাতিহা পড়া ফরয সাব্যস্তকারীদেরও এই মত।

যে ব্যক্তি নামাযের কোনো রাকআতে উম্মুল কুরআন পড়লো না, সে নামায পড়েনি, তবে ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা" (তিরমিযী, মালেক)।

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কোনো নামাযেই ইমামের সঙ্গে (মুক্তাদীর) কিরাআত নেই" (মুসলিম, সুজূদুত তিলাওয়াত, বাব ২০, নং ১২৯৮/১০৬)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ ইমামের পিছনে কিরাআত (ফাতিহা) পড়বে কি? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ ইমামের পিছনে নামায পড়লে ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সে একাকী নামায পড়লে কিরাআত (ফাতিহা) পড়বে। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না।

ইমাম মালেক (র) বলেন, যেসব নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন তাতে মুক্তাদীগণ কিরাআত পড়বে না, অন্যথায় কিরাআত পড়বে (পূর্বোক্ত বরাত)।

২. সূরা আল-বাকারা (৮৭)

٢- سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

আয়াত : ২৮৬, রুকূ' : ৪০, মাদানী

اٰيَاتُهَا : ٢٨٦، رُكُوْعٌ : ٤٠، مَدَنِيَّةٌ

সূরাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনায় হিজরতের পরপরই নাযিল হয়েছে। তবে এর কিছু অংশ মাদানী জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। এটি কুরআন মজীদের সর্ববৃহৎ সূরা, কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াতটি (২৮২) এবং কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াতটি (২৫৫) এই সূরার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ সূরায় বহু আইনগত বিধান দেয়া হয়েছে। খুব মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে সূরাটি পড়ার প্রয়োজন রয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ লাম-মীম।

١- الٓمّٓ ۝١

২. এটা আল্লাহ্‌র কিতাব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীগণের জন্য (তা) পথনির্দেশ।

٢- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢

টীকা : মুত্তাকী– ধার্মিক, اِتِّقَاءٌ ক্রিয়ামূল থেকে। আত্মরক্ষা করা, সতর্ক থাকা, বর্জন করা। শব্দমূল وَقٰى রক্ষা করা, হেফাজত করা। وِقَايَة প্রতিরোধক, সংরক্ষণ, সতর্কতা। تَقْوٰى সতর্কতা। ক্ষতিকর বিষয় বা বস্তু বর্জন করা, বিপদের আশঙ্কায় আতংকিত থাকা, পাপাচার ও তার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, আল্লাহ্‌র দীনের বিধিবিধান যাতে লংঘিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকা। তাকওয়ায় ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিকের অর্থাৎ বর্জনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন সৎকাজ যাই করি না কেনো, পাপাচারে যেনো জড়িয়ে না পড়ি। তাকওয়া আসলে আন্তরিক সতর্কতা, নিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্তর পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত হলে আচার-ব্যবহার ও আমল-আখলাক সবই পরিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ শরীয়াতের নীতি-নির্দেশমতো মেনে চলার পেছনে যে আন্তরিকতা, বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা ক্রিয়াশীল থাকে তাই তাকওয়া এবং এই তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তিই হলো মুত্তাকী।

ঈমান : শব্দটি اَمْنٌ ধাতু থেকে গঠিত। ঈমান শব্দটি 'বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা ও নিরাপত্তা' এই তিনটি উপাদান বা বিষয় নিয়ে গঠিত। অতএব ঈমান শব্দটির অর্থ ঈমান-ই করতে হবে, বিশ্বাস অর্থ করলে বাকি দু'টি উপাদান বাদ পড়ে যায়। যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে 'মু'মিন' বলা হয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ, বিশেষত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) মানবজাতির সামনে যা কিছু পেশ করেছেন, যে ব্যক্তি সেগুলো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি করে তাকে মু'মিন বা ঈমানদার বলে। এক কথায় কুরআন মজীদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের উপর যার আন্তরিক বিশ্বাস আছে এবং সে মৌখিকভাবে তা স্বীকারও করে সে-ই মুমিন বা ঈমানদার।

৩. যারা অদৃশ্যে (গায়েব) ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে এবং আমি যে রিযিক তাদের দান করেছি তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

٣- الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣

১. সূরা আল-ফাতিহা (৫) ١- سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

আয়াত : ৭, রুকূ' : ১, মক্কী أٰيَاتُهَا : ٧، رُكُوْعٌ : ١، مَكِّيَّةٌ

হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। ইতিপূর্বে সূরা আলাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাসসির-এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল। অতএব রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের রব। ١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾

২. যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। ٢- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক। ٣- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿٣﴾

৪. আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। ٤- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿٤﴾

৫. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। ٥- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾

৬. তাদের পথ– যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। ٦- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

৭. (তাদের পথে নয়) যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট। (আমীন) ٧- غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

টীকা : (১) ৬ষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতের বিকল্প অর্থ : "তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যারা অভিশপ্তও নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়"।

সূরা ফাতিহার ফযীলাত : কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা এই সূরার নাম রেখেছেন "আস-সাবউল মাছানী– বারবার পঠিত সপ্তক" (সূরা আল-হিজর : ৮৭)। রাসূলুল্লাহ (স) এর নাম রেখেছেন 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী)। সূরাটি এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, সব নামাযের প্রতি রাকআতে সূরাটি পড়তে হয়। এ বিষয়ে উম্মতের ফকীহগণ একমত। তবে জামায়াতে ইমামের সাথে আদায়কৃত নামাযে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কে মতভেদ আছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি" (বুখারী সালাত, বাব ৯৫, নং ৭৫৬; মুসলিম, সালাত, বাব ১১, নং ৩৯৪/৩৪; তিরমিযী, সালাত, বাব ৬৯, নং ২৪৭)। "কোনো ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়েনি, তা ত্রুটিপূর্ণ (তিনি বাক্যটি তিনবার বলেছেন), অসম্পূর্ণ" (মুসলিম, সালাত, বাব ১১, নং ৩৯৫/৩৮; আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদ আহমাদ)।